ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

কবিদের উপন্যাসে রাজনীতি: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

ড. তসলিমা খাতুন*

সারসংক্ষেপ: রাজনীতি মানুষের জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম নিয়ামক শক্তি। এ শক্তি কখনো মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটায়, কখনও সমাজকে বদলায় আবার কখনও বা ব্যক্তিমানুষকে করে আলোড়িত। মোঘল ও বৃটিশ শাসনপূর্ব এদেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে ছিলেন অনাগ্রহী। কিন্তু বৃটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বদলে যায় এদেশের সাধারণ মানুষের চিরায়ত নির্লিপ্ত জীবন। বিশেষত ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮২০ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালে এ রাজভাষারূপে ইংরেজি প্রবর্তন প্রভৃতি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এদেশের সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে[১]। এছাড়া বৃটিশ শাসনামলের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ এদেশের মানুষের আবহমান জীবনকে পালটে দেয়। বিশেষকরে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গরদ এর প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংঘটিত হয়[২]। এরপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর নির্বাচন, ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত পরিণতি পায় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। আর এ সকল ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের কবিদেরকেও আন্দোলিত করে তোলে। তাই তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাব নির্ভর উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। কবিদের রচিত এ সকল রাজনৈতিক প্রভাব নির্ভর কয়েকটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

রাজনৈতিক প্রভাব নির্ভর প্রথম স্বার্থক ঔপন্যাসিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৯৪)। তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 'আনন্দ মঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) এর মত উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে কেবল ঔপন্যাসিকরা নন, কবিরাও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হন। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যাঁর নামটি উঠে আসে তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৬) প্রভৃতি রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করেন। এরপর স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম এসে যায়। তিনি 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০)ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১) উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতিফলন ঘটান। এছাড়া কবি প্রেমেন্দ্র

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

মিত্রের 'মিছিল' (১৯৩৩) এবং জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) উপন্যাসটি ও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশবিভাগ, ভাষা-আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস রচিত হয়। এইসব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কয়েকজন কবিও ছিলেন- যারা কবিতার পাশাপাশি উপন্যাসে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটান। তাদের মধ্যে কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), কবি আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬), কবি আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪), কবি আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮), কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ (জ. ১৯৪৩), কবি নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫), কবি হুমায়ন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), কবি মাহবুব সাদিক (জ. ১৯৪৮), কবি জুলফিকার মতিন (জ. ১৯৪৬) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এইসব কবিদের উপন্যাসে কখনো রাজনৈতিক অনুষঙ্গ, কখনো ব্যক্তি চেতনায় রাজনীতির প্রভাব, কখনও বা রাষ্ট্র ও সমাজে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ্দের ভূমিকা উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির স্বরূপও বিশ্লেষিত হয়েছে কবিদের রচিত উপন্যাসে। এই পর্যায়ে কবিদের রচিত রাজনীতি বিষয়ক কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসের পরিচয় তুলে ধরবঃ

'পোড়ামাটির কাজ' (১৯৮২)ঃ কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের (জ. ১৯৪৩) নীতিদীর্ঘ এই উপন্যাসে প্রাচীন কালের পটভূমিতে রাজনীতিকে অবলোকন করা হয়েছে। একালের মতো প্রাচীনকালেও ছিল সীমাহীন অভাব-অভিযোগ, অবক্ষয় আর প্রতিকারহীন অন্যায়। একদিকে বিলাস বৈভবে ও ভোগে অবগাহিত রাজা পর্ষদবর্গ, বনিক সম্প্রদায়সহ সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর বাসিন্দারা, অন্যদিকে ক্ষুধা ও দারিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেষিত ডোম, সহযোগী, সূত্রধর প্রভৃতি নিম্নবিত্ত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এই দুই শ্রেণির মানুষের শোষণ ও নিষ্পীড়ণের চিত্র কবি এই উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন। প্রাচীনকালের মতো বর্তমানকালেও সীমাহীন বৈষম্য ও প্রতিকারহীন অন্যায়ে মানুষ পর্যুদস্ত। রাজনীতিতে শঠতা, নৈতিকতাহীনতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, মুৎসুদ্দি-পুজিঁর সীমাহীন দাপটে সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অসহায়ত্ব প্রাচীনকালেও ছিল, বর্তমানকালেও বিদ্যমান। কবি দূর ইতিহাসে ভ্রমন করে স্বসৃষ্টি কাহিনীর মধ্য দিয়ে আধুনিক মানসিকতা উন্মোচন করেছেন এই উপন্যাসে। অর্থাৎ উপন্যাসটিতে কবি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অতীত যাপিত জীবনের এক খ"াংশ উপস্থাপন করেছেন।

'দেশান্তর' (১৯৮৫)ঃ কবি নির্মলেন্দু গুণের এই উপন্যাসটিতে ১৯৪৭ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপর্যয় ও দেশত্যাগের বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা অবলোকিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হিন্দুরা ভারতের মূল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হলেও পাকিস্তানে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার আশায় অনেক মুসলমান যেমন পাকিস্তানে অভিবাসন করে, হিন্দুরা তেমনি ভারতে অভিবাসন করে। উপন্যাসটিতে যোগীশাসন গ্রামের মণীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন দেশান্তরের ঘোরতর বিরোধী। বিভিন্ন পর্যায়ের তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিন্দুরা তাকে ভারতে দেশান্তরের প্রস্তাব এবং দেশান্তরের ফলে নিরাপত্তাসহ সম্ভাব্য অন্যান্য প্রাপ্তিযোগের বিষয়ে অবহিত করলেও মণীন্দ্রও দৃঢ়চিত্তে প্রায় সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এক্ষেত্রে পৈত্রিক জমিজমা ভিটামাটি, আত্মীয় -পরিজন-প্রতিবেশীদের ভিটামাটি ছেড়ে যাওয়ার হৃদয়বিদারক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

সেই হৃদয়বিদারক কান্নার সঙ্গে মৃতের বাড়ির কান্নার দৃশ্যেরই শুধু মিল আছে। তখন থেকেই মনসার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল এই ভয় যে, ইঁ"য়া চলে যাওয়ার ব্যাপারটা মৃত্যুর মতই একটা কিছু"।

রাজনীতির করস্পর্শে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ জীবনও যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তা কবি নির্মলেন্দু গুণ এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

'অদ্ভূত আঁধার এক' (১৯৮৫)ঃ উপন্যাসটিতে কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) আরেক বিপর্যয় ও টানা পোড়ন লক্ষ্য করেছেন, উন্মোচন করেছেন স্বাধীনতাযুদ্ধকালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের অন্তর্চেতনার স্বরূপ। নাগরিক মধ্যবিত্তের পলায়ণমুখী ও আত্মসুখসন্ধানী মানসিকতা উপন্যাসের নায়ক নাদিম চরিত্রের মধ্যদিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। কবি ও সাংবাদিক নাদিম ইউসুফ সরকারপন্থী পত্রিকা দৈনিক পদাতিকের সহকারী সম্পাদক। কল্পনাপ্রবণ, বোহেমিয়ান ও দ্বিধান্বিতচিত্তের নাদিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ না করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম প্রেমিকা শাকিলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সাংবাদিকতা জীবনে পদার্পণ করেছে। জীবনবাদী নাদিমের জীবনে শাকিলা ছাড়াও একাধিক প্রেম এসেছিল। খালাত বোন সামিনা ও ছাত্রী রুমানার সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়তে তার ঔচিত্যবোধে চিড় ধরেনি। অন্যদিকে তার চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষরও বিদ্যমান। সঙ্গতকারণেই সময় প্রবাহের স্বাভাবিক গতিধারায় একদিন এদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হলে পঁচিশে মার্চের ক্রাকডাউনের পর নাদিম সপরিবারে হানাদার পরিবেষ্টিত ঢাকা ছেড়ে ওদের গ্রামের বাড়ি মেঘনা পারের নিভৃত পলাশতলীতে আশ্রয় নেয়। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করেও মধ্যবিত্ত দোলাচল মানসিকতার কারণে সে দ্বিধান্বিত হয়েছে:

একচল্লিশ বছরের নাদিম ইউসুফ কি লড়াই করতে পারবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে? সে তো ভাল করে বন্দুক ও ধরতে শেখেনি[৪]।

'সমষ্টি জীবন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিমিশ্র সত্তার এই শিল্পনিপূন বিন্যাস 'অদ্ভূত আঁধার এক' উপন্যাসকে করেছে নবমাত্রিক ও স্বতন্ত্র। জীবনানন্দীয় আবহ সত্ত্বেও এ উপন্যাস কবিতাস্পর্শী নয়, বরং বেশি মাত্রায় জীবন সম্পৃক্ত। জৈবনিক ব্যর্থতার দর্পনে মুক্তিযুদ্ধের অনি: শেষ তাৎপর্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন শামসুর রাহমান'।[৫]

'সাদা কুয়াশার পাখি' (১৯৮৯)ঃ কবি জুলফিকার মতিন (জ. ১৯৯৪) উপন্যাসটির মূল প্রেক্ষিত হিসাবে ১৯৬২ সালের গণবিরোধী শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইউব খান রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। আইউব খান কর্তৃক ১৯৬২ সালে গণবিরোধী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্রআন্দোলনের সূচনা হয়। 'শিক্ষানীতির বিষয়টা ইতিমধ্যেই বেশ জোরালো হয়ে উঠল। শহীদের রক্তের বিন্দু বিন্দু ফোঁটা বর্ষার দু'কূল প্লাবী নদীর প্রবাহ হয়ে শহর বন্দর জনপদের রুদ্ধ দুয়ারে এসে ফুঁসতে লাগল'[৬]। ছাত্রআন্দোলনের ব্যাপকতা ছোট্ট মফস্বল শহরগুলোতেও সঞ্চারিত হয়েছিল তার পরিচয় মেলে 'সাদা কুয়াসার পাখি' উপন্যাসে। ছোট্ট এক শহরে সূচনা হয় সরকারবিরোধী মিছিল-শ্লোগান-হরতাল। মানুষ সচকিত ও কৌতূহলী হলেও অনেকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিল। মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা ও দোদুল্যমানতার কারণেই শহরের অনেকেই এই ছাত্রআন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেনি। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন, ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে ছাত্রদের শত্রু বলে গণ্য করে। এই গণতান্ত্রিক ছাত্রআন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সামরিক সরকার ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এন.এস.এফ) নামে পেশাদার গুন্ডাবাহিনী

গঠন করে। তাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হতো ছাত্রআন্দোলনের গতি রুদ্ধ করার জন্য। তিনি উপন্যাসটিতে সমকালীন জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতায় জারিত প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছেন। এখানে তৎকালীন শাসনযন্ত্র কর্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ণের বাস্তব চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। হিন্দু হওয়ার অপরাধেই উপন্যাসের নায়ক দীনেশ জাতীয় বিপ্লবের দিবসে গ্রেফতার হয়। কেননা 'ধর্মীয় জিগির তুলে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, সে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাফেরদেরকেইতো চিহ্নিত করতে হবে'[৭]।

কিভাবে নবাগত ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হয়, কিভাবে মিছিল ও অন্যান্য সরকার বিরোধী কার্যক্রম স্তিমিত করার প্রয়াস চলে, কিভাবে একজন অধ্যাপক সচেতন ভাবে তার বক্তব্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে, কেন ও কিভাবে সুবিধাবাদী গোষ্ঠি গণআন্দোলন থেকে বিরত থাকে, কেন ধর্মীয় জিগির তোলা হয়- এই সব কখনো বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো সংলাপে আবার কখনো গল্পচ্ছলে কবি জুলফিকার মতিন তুলে ধরেছেন।

'উত্তাল' (১৯৯০):- কবি মাহমুদ সাদিক (জ. ১৯৪৮) উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে ১৯৬৯ এর গণ অভ্যূত্থানকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেম, তাদের বাস্তব ও অবচেতন জগতের উষ্ণ, বেদনা মধুর ও স্বপ্নময় ছবি। তবে কাহিনী কাঠামোতে সংস্থিত হয়েছে সমকালীন গণআন্দোলন, রাজনৈতিক জীবনের আশা আকাঙ্খা, দ্বন্দ্ব- সংঘাতের বাস্তবচিত্র।

তখন ঊনসত্তরের উত্তাল সময়। স্বাধিকারের জন্য ছয়দফা ও ছাত্রদের এগার দফায় উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র ঢাকা নগরী।

তলোয়ারের মত ঝলসে উঠেছে হাজার হাজার হাত নিথর আকাশ আলোর তারায় যেন ঘাই মারছে হাজার মণিপুচ্ছ। মানুষের অপরিত্যাজ্য বিকার, বঞ্চিতের বোধ এ রকম তলোয়ার হয়ে ঝলসায় চিরদিন[৮]।

আন্দোলনের গতি নিষ্ক্রিয় করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে একশ্রেণীর ছাত্রগুন্ডাকেও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসে দুটি প্রেমানুখ তরুণ তরুণীর রোমান্ট্রিক অনুভব বেদ্যতার স্বরূপ বিস্মিত করার সাথে সাথে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের তরঙ্গ সঙ্কুল সময়কে উন্মোচন করেছেন কবি। সেইসাথে গনআন্দোলনের ক্রমবিবর্তিত গতিপ্রকৃতিকেও চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সমকালীন রাজনীতির এই চিত্র একান্তভাবে বাস্তবতাবোধ সম্ভূত।

'কাবিলের বোন' (১৯৯৩)ঃ কবি আল মাহমুদের (জ. ১৯৩৬) 'কাবিলের বোন' (১৯৯৩) বাস্তবতার সূতোয় বাঁধা একটি উপন্যাস। ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা বৃহৎ কলেবরের এই উপন্যাসে উৎকীর্ণ হয়েছে একটি বিক্ষুব্ধ সময়ের তরঙ্গসঙ্কুল চালচিত্র, সেই সময়ের নির্মমতার এক ট্রাজিক ইতিবৃত্ত। আবার বারুদ ও রক্তের তরঙ্গের ওপর এই উপন্যাসে প্রেম, ভালোবাসা, জাতিগত দ্বন্দ্ব, বিরহ ও মানবিকতার উৎসারণ প্রত্যক্ষ করা যায়। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে ঢাকার চাচার বাড়িতে আসা যুবক আহমদ কাবিল। অবাঙ্গালি মোহাজির পরিবারে বিয়ে করে ঢাকায় সেটেল হয়ে গিয়েছিলেন কাবিলের চাচা আহমদ আলম। অবাঙ্গালি পরিবারে বিয়ে করায় কাবিলের আব্বা ওর চাচাকে চিরতরে পরিত্যাগ করলেও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কাবিলের ঢাকায় আসা। কাবিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ছাত্ররাজনীতিতে। অক্লান্ত পরিশ্রম, আসমুদ্র সাহস, আত্মবিশ্বাস, দায়িত্বশীলতা ও সততার কারণে কাবিল ক্রমে ছাত্র নেতায় পরিণত হয়। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল

অগ্রগণ্য। এ জন্যই বিখ্যাত নেতা শেখ মুজিবের বিশেষ আস্থাভাজন হতে পেরেছিল কাবিল। একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অস্তিত্ব বিনিমার্ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল কাবিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতা কাবিলের ব্যক্তিগত জীবন, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম স্বপ্নসাধকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। চাচাতো বোন রোকসানার সাথে ভাগ্যবিড়ম্বিত কাবিলের গভীর প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেছে জাতিগত বৈরিতার ঘূর্ণিপাকে। তেমনি মোমেনার প্রেমকে ব্যর্থ করে দিয়ে অবাঙ্গালি আন্দালিবও চিরদিনের জন্য এ দেশ ত্যাগ করেছে।

কিভাবে এ দেশের জনগণ ছয়দফা ও স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে তার রাজনৈতিক বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে উৎকীর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বিপরীত চিন্তা-চেতনার অধিকারী হলেও কবি আল মাহমুদ এই উপন্যাসে সমকালীন মুখ্য রাজনৈতিক স্রোতের বিপরীতে চীনাপন্থী দল ও ছাত্রদের বিপরীতমুখী ভূমিকা,[৯] ছাত্রআন্দোলন ব্যর্থ করার পাঞ্জাবিদের প্রচেষ্টা,[১০] পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ভূট্টো ও পাঞ্জাবিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিয়য়ে নেতিবাচক মনোভাব,[১১] ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকসহ ছাত্রআন্দোলন ও গণমানুষের ভূমিকা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উৎকীর্ণ করেছেন। তাছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ভূমিকাও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন কবি আল মাহমুদ।

'বারুদপোড়া প্রহর' (১৯৯৬)ঃ কবি আবুবকর সিদ্দিক (জ. ১৯৩৪) তাঁর 'বারুদপোড়া প্রহর' (১৯৯৬) উপন্যাসে এরশাদের স্বৈরাচার তন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে বন্দুকের জোরে সরিয়ে দিয়ে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন।

এরপর দীর্ঘ আট-নয় বছর বাংলাদেশ আরেক পাকিস্তানীমার্কা একনায়কতন্ত্রের অধীনে হেটমুণ্ডে দিন গুজরান করেছে। এই লোভী ও ভণ্ড দুঃশাসক দেশটাকে ধ্বংশের শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এতো জঘন্য প্রশাসনিক অনিয়ম আর কোনো আমলে ঘটতে দেখিনি। সরকারি যন্ত্রের প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিতে খেয়ে ফেলেছে [১২]।

এই স্বৈরশাসককে উচ্ছেদের জন্য ছাত্রদের পরিচালনায় শুরু হয় স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। গণআন্দোলনে অংশ নেয়া এরকম একজন বামপন্থী ছাত্র তারিক। দোয়েল চত্বরে ফুঁসে ওঠা মিছিলে পুলিশের এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। সেই সময় মানবিক কর্তব্যবোধের তাগিদে ডাক্তার দম্পতি হায়দার ও রুহীনা তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নেয় আহত তারিককে। চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে আশ্রয় দেন নিজেদের বাড়িতে। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে এইসব ছাত্র নিঃস্বার্থভাবে দেশের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে, আন্দোলনগুলোকে করেছে বেগবান ও মহিমান্বিত। কিন্তু তাদের কথা উচ্চারিত হয় না কোথায়ও। তাদের আত্মত্যাগ কোন স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না। বাংলাদেশের অগ্নিতরুণ ছাত্রসমাজ, সময়ের সাহসী সন্তানরা সময়ের প্রয়োজনে আত্মত্যাগে দ্বিধা করে না, আবুবকর সিদ্দিক তাঁর এই উপন্যাসে তা চিত্রিত করেছেন।

কবিরা বরাবর রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। কবিতার ক্ষুদ্র অবয়বে তাদের স্বদেশ সমকাল রাজনৈতিক ভাবনা চকিত উদ্ভাসে উৎসারিত হয়েছে। তবে তা উৎকীর্ণ হয়েছে খণ্ডিত অবয়বে। কিন্তু উপন্যাসের বৃহৎ

ক্যানভাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ অবতারনা করতে গিয়ে কবিরা রাজনৈতিক জগতের খুঁটিনাটি অবলোকন করেছেন শিল্পিত স্বাচ্ছন্দে। আন্দোলন-সংক্ষব্ধতা, রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা, রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত সমাজ এবং সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিজীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তাও কবিদের উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে। পরিপূর্ণ শিল্পকুশলতায় এই উপন্যাসগুলি যেমন উত্তীর্ণ, তেমনি অভিজ্ঞতা ও অন্তর্বাস্তবতায়ও সমৃদ্ধ ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশঃ

১ হুমায়ুন কবির, 'বাঙলার কাব্য', খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৫৩-৫৪।

২ অনীক মাহমুদ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান', ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩।

৩ নির্মলেন্দু গুণ, 'দেশান্তর' গদ্যসমগ্র-১, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭।

৪ শামসুর রাহমান, 'উপন্যাস সমগ্র', দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮৭।

৫ রফিকউল্লাহ খান, 'বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২৩।

৬ জুলফিকার মতিন, 'সাদা কুয়াশার পাখি', রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃ. ১৯।

৭ জুলফিকার মতিন, 'সাদা কুয়াশার পাখি', রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃ. ৭৮।

৮ মাহবুব সাদিক, 'উত্তাল,' শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৭৪।

৯ আল মাহমুদ, 'কাবিলের বোন', উপন্যাস সমগ্র-২, সময় প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৫।

১০ তদেব, পৃ. ৭৯।

১১ তদেব, পৃ, ২১৮, ১৯৫।

১২ আবু বকর সিদ্দিক, 'বারুদ পোড়া প্রহর', উপমা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৬।